দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীকে প্রদেয় শুকনা খাবারের প্যাকেটসহ বিভিন্ন খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ডা: মো. খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

সভার স্থান: ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভা
তারিখ ও সময়: ০৫.০৪.২০২০ খ্রিঃ সকাল ১০:৩০

ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভায় অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের ১ম সভায় (ভার্চুয়াল/ অনলাইন) স্বাগত জানান। এরপর কমিটির সদস্য সচিব ডা: এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার) সভার কার্যক্রম শুরু করে করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদেয় শুকনা খাবারের প্যাকেজটি সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে তা আরও কিভাবে পুষ্টিকর করা যেতে পারে সে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে প্যাকেজ প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে মূল্য, পুষ্টিমান, নিরাপদতা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি কমিটিকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য একটি খাবারের প্যাকেজ প্রস্তাবের জন্যও অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এরপর সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক গাইডলাই সমূহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী (যেমন- গর্ভবতী মহিলা, ৫ বছরের কম বয়সী)-দের জন্য পুষ্টি উপাদনের সুপারিশকৃত/আদর্শ পরিমাণ এবং মান (quality) বিষয়ে একটি কারগরি উপস্থাপনা (powerpoint presentation) করেন। তিনি জানান যে, দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্য সাহায্যে ব্যক্তি প্রতি ২১০০ কিলোক্যালরি থাকা প্রয়োজন যেখানে ক্যালোরির ১০-১৫% প্রোটিন থেকে, ১৭% চর্বি থেকে এবং অনুপুষ্টি ১ RNI (Recommended Nutrition Intake) হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্যালরি চাহিদা নির্ণয়ে পরিবারের গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া, Fill the Nutrient Gap Analysis পলিসি ডায়লগ এ আলোচনার প্রেক্ষিতে খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণের বিষয়টিও তিনি কমিটিকে অবহিত করেন।

উন্মুক্ত আলোচনা:

- অধ্যাপক নাজমা শাহিন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (আইএনএফএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীর ক্যালোরি এবং অনুপুষ্টির প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে প্রদেয় খাদ্য সাহায্যে সহজে সংরক্ষণযোগ্য এবং বিতরণযোগ্য খাদ্যদ্রব্য অর্ন্তভুক্ত করা সহ অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য (Fortified Food) যেমন- অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (Fortified Rice), অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ তেল (Fortified Oil), অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট (Fortified Biscuit) অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

- ডাঃ ললিতা ব্যনার্জি, সিনিয়র নিউট্রিশন এডভাইজার, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, খাদ্য সাহায্যে প্রোটিন সমৃদ্ধ বাদাম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টেপূর্ণ ও anti-viral বৈশিষ্ট্যযুক্ত রসুন, আদা, কাঁচা মরিচ, ধনিয়া অন্তর্ভুক্তিকে বিবেচনা করার অনুরোধ করেন। জনাব এ এফ এম ইকবাল কবির, পরামর্শক, বিএনএনসি, এক্ষেত্রে বাদামে বিষাক্ত আফলাটক্সিনের উপস্থিতির সম্ভবনার ঝুঁকি প্রসঙ্গে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে, ভাজার ফলে বাদামে বিষাক্ত আফলাটক্সিনের উপস্থিতি >৭০% নষ্ট হয় বলে ডাঃ ললিতা উল্লেখ করেন। এছাড়া, রসুন, আদার shelf life মধ্যম পর্যায়ের হওয়াতে তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

- ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান, COVID 19 কে জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই অবস্থায় খাদ্য সাহায্যে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করেন।

- জনাব এ এফ এম ইকবাল কবির, উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২৫) বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে বিএনএনসির পক্ষ হতে দুর্যোগ পীড়িত এলাকায় প্রদেয় শুকনা খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে

বিভিন্ন সময় পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিএনএনসিসহ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির অনুরোধসমূহের প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে একটি কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনপূর্বক এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি অনুসারে সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ এবং শিশুর খাদ্য প্যাকেজ পর্যালোচনা ছাড়াও COVID 19-এর খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে কাজের সুবিধার্থে তিনটি সাব-গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজ করার প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন।

- কমিটি উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে ৮ ই এপ্রিল কমিটির পরবর্তী সভায় সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ, শিশুর খাদ্য প্যাকেজ এবং COVID 19-এর খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে সাব-গ্রুপের খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করে।

- নতুন সদস্য হিসাবে ডাঃ তাহমিদ আহমেদ, সিনিয়র ডাইরেক্টর, আইসিডিডিআর, বি এবং ডাঃ মহসিন আলী, ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট-দ্বয়কে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

১. কমিটি সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনার পাশাপাশি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ও COVID 19 পরিস্থিতিতে প্রদানযোগ্য খাদ্য প্যাকেজ সুপারিশ করবে।

২. সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ, শিশুর খাদ্য প্যাকেজ এবং COVID 19-এর খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে কাজের সুবিধার্থে তিনটি সাব-গ্রুপে (পরিশিষ্ট 'ক') বিভক্ত হয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ কাজ করবেন। "সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ" সাব-গ্রুপ অধ্যাপক নাজমা শাহীন-এর নেতৃত্বে, "শিশু খাদ্য প্যাকেজ" সাব-গ্রুপ জনাব পিয়ালি মুস্তাফি-র নেতৃত্বে এবং "COVID 19"-এর খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ জনাব এ এফ এম ইকবাল কবীর-এর নেতৃত্বে কাজ করবে।

৩. ৮ ই এপ্রিল কমিটির ২য় সভায় সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ, শিশুর খাদ্য প্যাকেজ এবং COVID 19-এর খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে সাব-গ্রুপসমূহ খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবে।

৪. নতুন সদস্য হিসাবে ডাঃ তাহমিদ আহমেদ, পুষ্টি বিভাগ প্রধান, আইসিডিডিআর, বি এবং ডাঃ মহসিন আলী, ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট -দ্বয়কে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি কমিটির সকল সদস্যকে ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভায় অংশগ্রহণ করে সভাটিকে কার্যকরী করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডা. মো. খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

পরিশিষ্ট ‘ক’ সাব-গ্রুপসমূহ:

সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ	শিশু খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ	COVID 19- খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ
অধ্যাপক নাজমা শাহীন (দলনেতা)	পিয়ালি মুস্তাফি (দলনেতা)	এ এফ এম ইকবাল কবীর (দলনেতা)
ডা. ললিতা ভট্টাচার্য	এ এফ এম ইকবাল কবীর	অধ্যাপক নাজমা শাহীন
এ এফ এম ইকবাল কবীর	মোঃ সামিউল নেওয়াজ	ডা. ললিতা ভট্টাচার্য
মোঃ সামিউল নেওয়াজ	আশফিয়া আজিম	মোঃ সামিউল নেওয়াজ
তনিমা শারমিন	ফারিয়া শবনম	আশফিয়া আজিম
মোহাম্মদ রনি	ফারহানা শারমিন	ফারিয়া শবনম
ফারহানা শারমিন	ডা. এস কে রয়	ফারহানা শারমিন
খুরশীদ জাহান	মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম	ডা. কামরুন্নাহার

পরিশিষ্ট ‘খ’ (অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্য/সংশ্লিষ্টদের তালিকা):

১. ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি
২. ডাঃ এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার)
৩. জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৪. জনাব তনিমা শারমিন, নিউট্রিশন অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৫. জনাব পিয়ালি মুস্তাফি, প্রধান, নিউট্রিশন সেকশন, ইউনিসেফ
৬. জনাব আশফিয়া আজিম, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ
৭. ডাঃ গোলাম মোঃ সাদী, নিউট্রিশন স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ
৮. জনাব মোহাম্মদ রনি, নিউট্রিশন ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর
৯. জনাব ফারিয়া শবনম, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
১০. জনাব ফারহানা শারমিন, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
১১. অধ্যাপক নাজমা শাহীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১২. জনাব এ এফ এম ইকবাল কবীর, কনসালট্যান্ট, বিএনএনসি
১৩. ডা. ললিতা ভট্টাচার্য, সিনিয়র নিউট্রিশন এডভাইজার, এফএও
১৪. ডা. কামরুন্নাহার, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, বারডেম
১৫. জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, কেয়ার বাংলাদেশ

<u>দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীকে প্রদেয় শুকনা খাবারের প্যাকেটসহ বিভিন্ন খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী</u>

সভাপতি: ডা. মো. খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

সভার স্থান: ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভা
তারিখ ও সময়: ০৮.০৪.২০২০ খ্রিঃ বেলা ০২:৩০

ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভায় অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের ২য় সভায় (ভার্চুয়াল/ অনলাইন) স্বাগত জানান। এরপর কমিটির সদস্য সচিব ডা: এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ, শিশুর খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ এবং COVID 19 খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ তাদের পর্যালোচনা ফলাফল এবং সুপারিশ পৃথকভাবে উপস্থাপন করেন।

<u>সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ</u> বিদ্যমান শুকনা খাবারের প্যাকেজের পর্যালোচনায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতাসমূহ (gap) উপস্থাপন করেন- ১) সাধারণ খাদ্য প্যাকেজে উল্লেখিত মিনিকাট চাল কোন নির্দিষ্ট প্রকারের চাল নয় বরং এটি মেশিনে কাটা ছোট আকারের চাল যাতে ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানের অভাব রয়েছে, ২) আন্তর্জাতিক মান অনুসারে প্যাকেজটি প্রোটিন, চর্বি এবং অনুপুষ্টির প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়, ৩) নডুলস স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে পরিগণিত নয় যেহেতু এতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান অনুপস্থিত রয়েছে, ৪) প্যাকেজটি ৫ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের জন্য উপযোগী নয় এবং ৫) প্যাকেজটি কতদিনের জন্য প্রদান করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করা নেই। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ অধ্যাপক নাজমা শাহীন-এর নেতৃত্বে দুর্যোগকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের (গড়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার) তাৎক্ষণিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে নুন্যতম ২ থেকে ৩ দিনের শুকনো খাবারের প্যাকেজ (অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট, চিড়া এবং লাল চিনির সমন্বয়ে) এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ৭-১০ দিনের জন্য সুপারিশকৃত খাবারের প্যাকেজের খসড়া উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় ৭-১০ দিনের জন্য প্রদেয় শুকনা খাবারের প্যাকেজে মিনিকাট চালের পরিবর্তে অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (Fortified Rice) এবং সাদা চিনির পরিবর্তে লাল চিনি বা গুড় দেয়া সহ অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ তেল (Fortified Oil), আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ভাজা মটর / মুগ ডাল প্রদানেরও প্রস্তাব করা হয়।

<u>শিশু খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ</u> জনাব পিয়ালি মুস্তাফি-র নেতৃত্বে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের জন্য ১,০৭৬ কিলোক্যালরি যার ১০-১৫% প্রোটিন থেকে, ৩০% ফ্যাট থেকে এবং অনুপুষ্টি ১ RNI (weighted average) বিবেচনা করে শিশু খাদ্যের খসড়া প্যাকেজ উপস্থাপন করে। বিগত ০৬ এপ্রিল, ২০২০-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত শিশুখাদ্য ক্রয় বিষয়ক অফিস অর্ডারটি পর্যালোচনা করে সাব-গ্রুপটি, ১) প্যাকেজে সাধারণ চাল এবং বিস্কিটকে অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (fortified rice) এবং অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট (fortified biscuit) দিয়ে প্রতিস্থাপন এবং ২) প্যাকেজ হতে সাগু, মানসম্পন্ন রেডিমেড খাবার এবং মিল্কভিটা দুধ বাদ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। সাব-গ্রুপটি দুর্যোগকালীন সময়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য দুধ, বিস্কিট এবং মানসম্পন্ন রেডিমেড খাবার বিতরণ বিএমএস আইন, ২০১৩ এর পরিপন্থী হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। এছাড়া বিএমএস আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে মর্মেও উল্লেখ করে নিউট্রিমন ক্লাস্টার এর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি অবহিত করে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নজরে আনার জন্য বিএমএস কোড মনিটরিং এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধসমৃদ্ধ পত্র প্রেরণের বিষয়ে এসময় আলোচনা হয়।

<u>COVID 19- খাদ্য প্যাকেজ সাব-গ্রুপ</u> জনাব এ এফ এম ইকবাল কবীর-এর নেতৃত্বে সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ এবং শিশু খাদ্য প্যাকেজকে অবলম্বন করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক communication message- সহ COVID 19-এর দুটি খসড়া প্যাকেজ উপস্থাপন করে। কোভিড ১৯-এর সময় সারা দেশে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা, ব্যক্তি পর্যায়ে sedentary lifestyle-এর জন্য কম ক্যালরি চাহিদা এবং ইমিউন সিস্টেমের বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য রেশন দ্বারা ব্যক্তি প্রতি ২১০০ ক্যালরির চাহিদার ৭৫% পূরণের পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, ১) সাধারণ খাদ্য প্যাকেজের চিড়া ও চিনির পরিবর্তে আলু ও পেঁয়াজ অন্তর্ভুক্তকরণ, সাধারণ চালের পরিবর্তে অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (fortified rice) অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ২) ৫

বছরের কম বয়সী শিশুদের খাদ্যে বৈচিত্র আনয়নের জন্য শিশুর খাদ্য রেশনে তাজা শাকসবজি এবং ফল কেনার জন্য নগদ অর্থের প্রদানের প্রস্তাবনা দেয়া হয়।

উন্মুক্ত আলোচনা:

- ডাঃ মহসিন আলী, পরামর্শক সাধারণ ও শিশু খাদ্য প্যাকেজের জন্য প্রস্তাবিত অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চালের (fortified rice) সারাদেশে সহজলভ্যতা, shelf life এবং সিওভিড ১৯ টি পরিস্থিতিতে খাদ্যমূল্য ওঠানামা বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নিউট্রিশন অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তনিমা শারমিন এর প্রেক্ষিতে বলেন যে, অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল এখন বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায় এবং বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো সাধারণ দুর্যোগের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষমতা সরকারী পর্যায়ে রয়েছে। জনাব এ এফ এম ইকবাল কবির উল্লেখ করেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় COVID 19 পরিস্থিতি চলাকালীন সময়ে পেঁয়াজ স্থানীয়ভাবে ক্রয় করার নির্দেশিকা দিয়েছে যা খাদ্য প্যাকেজে পেঁয়াজের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করে।

- জনাব মোহাম্মদ রনি, নিউট্রিশন ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর উল্লেখ করেন যে, পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণে সরকোরের সক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং প্যাকেজেসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় operational গাইডেন্স প্রদান করা প্রয়োজন।

- ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি শিশু খাদ্য প্যাকেজটি কীভাবে এবং কারা পেতে পারে সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানান যে, এটি সাধারণ খাদ্য সাহায্যের পাশাপাশি যেসব পরিবারে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে সেসকল পরিবার প্রস্তাবিত শিশু খাদ্য সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। জনাব মোহাম্মদ রনি আরো উল্লেখ করেন যে, দুর্যোগকালীন সময়ে বহু সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে খাদ্য সাহায্য ভাগাভাগির বাস্তবতা মোকাবেলা করতে শিশুদের জন্য পৃথক বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক communication message বিষয়ে একটি গ্রুপ কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া নতুন সদস্য হিসাবে ডাইরেক্টর, আইপিএইচএন এবং প্রতিনিধি, ইউনিসেফকে কো-অপ্ট করার প্রস্তাবও এসময় উত্থাপিত হয়।

সিদ্ধান্ত:

১. সাধারণ খাদ্য প্যাকেজ, শিশুর খাদ্য প্যাকেজ এবং COVID 19-এর খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে তিনটি সাব-গ্রুপ কর্তৃক উপস্থাপিত খসড়া প্যাকেজসমূহ communication messages, technical note সহ চূড়ান্তকরণপূর্বক প্রয়োজনে ১১ এপ্রিল, ২০২০ এর মধ্যে পুনরায় কমিটিতে উপস্থাপন।
২. দুর্যোগকালীন সময়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য দুধ, বিস্কুট এবং মানসম্পন্ন রেডিমেড খাবার বিতরণ বিএমএস আইন, ২০১৩ এর পরিপন্থী বিধায় নিউট্রিশন ক্লাস্টারের পক্ষ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের শিশু খাদ্য ক্রয় বিষয়ক অফিস অর্ডার সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা এবং আইনের বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নজরে আনার জন্য জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (বিএমএস কোড মনিটরিং এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত)-কে অনুরোধসমৃদ্ধ পত্র প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে আপাতত আইপিএইচএন সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র দিবেন এবং মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তর এবং সিনিয়র সহাকারি সচিব (ত্রাক-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর কপি দিবেন।
৩. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক communication message বিষয়ে তনিমা শারমিন, পিয়ালি মুস্তাফি, আশফিয়া আজিম, ফারিয়া শবনম, ফারহানা শারমিন, এ এফ এম ইকবাল কবীর, ডা. কামরুন্নাহার, ডাঃ মহসিন আলী, মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম গ্রুপে কাজ করবেন।
৪. নতুন সদস্য হিসাবে ডাইরেক্টর, আইপিএইচএন এবং প্রতিনিধি, ইউনিসেফকে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

ডা. মো. খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি এবং কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্যকে তাদের বিভিন্ন খাদ্য সাহায্য পর্যালোচনা ও সুপারিশ বিষয়ে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডা. মো. খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

পরিশিষ্ট ‘ক’ (অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্য/সংশ্লিষ্টদের তালিকা)

১. ডা. মো. খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি
২. ডাঃ এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার)
৩. ডাঃ মফিজুল ইসলাম বুলবুল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস
৪. জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৫. জনাব তনিমা শারমিন, নিউট্রিশন অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৬. জনাব পিয়ালি মুস্তাফি, প্রধান, নিউট্রিশন সেকশন, ইউনিসেফ
৭. জনাব মোহাম্মদ রনি, নিউট্রিশন ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর
৮. জনাব ফারিয়া শবনম, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
৯. জনাব ফারহানা শারমিন, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
১০. অধ্যাপক নাজমা শাহীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. জনাব এ এফ এম ইকবাল কবীর, কনসালট্যান্ট, বিএনএনসি
১২. ডা. ললিতা ভট্টাচার্জি, সিনিয়র নিউট্রিশন এডভাইজার, এফএও
১৪. ডা. কামরুন্নাহার, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, বারডেম
১৫. ডাঃ মহসিন আলী, ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট
১৬. জনাব আশফিয়া আজিম, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ
১৭. জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, কেয়ার বাংলাদেশ

দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীকে প্রদেয় শুকনা খাবারের প্যাকেটসহ বিভিন্ন খাদ্য সাহায্যের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ডা. মো. খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

সভার স্থান: ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভা
তারিখ ও সময়: ১২.০৪.২০২০ খ্রিঃ বেলা ০৩:০০

ভার্চুয়াল/ অনলাইন সভায় অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

কারিগরি/ বিশেষজ্ঞ কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি অংশগ্রহণকারী কমিটির সদস্যদের ৩য় সভায় (ভার্চুয়াল/ অনলাইন) স্বাগত জনান। এরপর কমিটির সদস্য সচিব ডা: এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস সভার কার্যক্রম শুরু করে করেন।

সভায় জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি দুর্যোগ পীড়িত এলাকায় বিভিন্ন বয়স ও টার্গেট গ্রুপের জন্য খাদ্য চাহিদা নির্ধারণ ও প্রদেয় খাদ্য সাহায্যের পর্যালোচনা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন।

উন্মুক্ত আলোচনা:

- ডাঃ মহসিন আলী, ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট "সুপারিশ সমূহ"- এই শিরোনামটির পরিবর্তে নির্দেশিকা উল্লেখ করাকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেন যেহেতেু উল্লেখিত বিষয়সমূহকে মূলত অনুসরণ করেই সুপারিশকৃত খাদ্য প্যাকেজসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- জনাব ফারহানা শারমিন, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুপুষ্টির সমৃদ্ধ খাবার হিসাবে শুধু fortified food বোঝানো হয়েছে কিনা তা জানতে চান। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে লভ্য micronutrient rich food এবং fortified food উভয়ই উল্লেখ করার জন্য কমিটি সুপারিশ প্রদান করে।
- জনাব মোহাম্মদ রনি, নিউট্রিশন ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর (ভারপ্রাপ্ত) "দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে..."- থেকে আশ্রয়কেন্দ্র শব্দটি বাদ দেয়ার অনুরোধ করেন কারণ এতে খাদ্য প্যাকেজসমূহ শুধুমাত্র আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারীদের জন্যই প্রযোজ্য তা মনে হতে পারে।
- ডাঃ এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার) "শিশু খাদ্যে বিভিন্ন কোম্পানি হতে ক্রয়ক্রিত দুধ" ইত্যাদি উল্লেখ না করে বিএমএস আইন ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি হুবহু উল্লেখ করার পরামর্শ দেন।
- জনাব ফারহানা শারমিন ৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য প্রস্তাবিত শিশু খাদ্য প্যাকেজে "অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট (fortified biscuit)" অন্তর্ভুক্তি বিএমএস আইন ২০১৩ এর লঙ্ঘন হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আলোচনা সাপেক্ষে অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত না হওয়ায় তা প্রস্তাবিত শিশু খাদ্য প্যাকেজে অন্তর্ভুক্তিতে কোন সমস্যা নেই বলে কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কমিটি নিম্নলিখিত পরিবর্তন/ সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করে:

১. "সুপারিশ সমূহ"- এই শিরোনামটির পরিবর্তে নির্দেশিকা উল্লেখ করতে হবে।
২. "নির্দেশিকা অনুযায়ী দৈনিক প্রয়োজনীয় শক্তির ১০-১৫% আমিষ থেকে এবং ৩০% চর্বি থেকে আসা বাঞ্ছনীয়"- এখানে ৩০% চর্বির পরিবর্তে ১৭% করে তথ্যটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।
৩. "খাদ্য উপকরণ বাছাইয়ের সময় অনুপুষ্টির সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্তি করতে হবে"- এখানে অনুপুষ্টির সমৃদ্ধ খাবারকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
৪. "দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ....."- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া অংশটি বাদ দেয়া।
৫. শিশু খাদ্য প্যাকেজ কাদের জন্য প্রযোজ্য তা উল্লেখ করতে হবে।

৬. “শিশু খাদ্যে কোনভাবেই বিভিন্ন কম্পানি হতে ক্রয়ক্রিত দুধ প্রদান করা যাবে না, যা বি এম এস কোড ...করে”- এই লাইনটির পরিবর্তে বিএমএস আইন ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি হুবহু উল্লেখ করতে হবে।

৭. ”এই কারিগরি কমিটি বর্তমান COVID 19 দুর্যোগকালীন খাদ্য সহায়তার বিষয়েও ...অতিরিক্ত নগদ অর্থ প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে”- নগদ অর্থ প্রদান কেন প্রয়োজন তা করতে হবে।

৮. “দুর্যোগ পরবর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে তাৎক্ষণিক খাদ্য সরবরাহের সুপারিশকৃত খাদ্য তালিকা”- এখানে তাৎক্ষণিক বলতে ২ থেকে ৩ দিনের জন্য উল্লেখ করে দেয়া।

৯. খাদ্য প্যাকেজসমূহে উল্লিখিত আইটেমসমূহের ভগ্নাংশ পরিমাণকে বিতরণের সুবিধার্থে নিকটবর্তী সহজে পরিমাপযোগ্য/ বাজারে সহজলভ্য (রাউন্ডিং পরিমাণ) পরিমাপে উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১০. প্রাপ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্যাকেজ- ২ -এ মটর ডাল এর বিকল্প হিসাবে মুগ ডাল ভাজার উল্লেখ করা।

১১. প্যাকেজ- ৩ এ কোন ধরণের বাদাম (চিনা বাদাম) তা উল্লেখ করা।

১২. প্রাপ্যতার বিষয়টির বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্যাকেজ- ২, ৩ ও ৪- এ ”অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (fortified rice)” এর পরিবর্তে পূর্ণ চাল উল্লেখ করা এবং পাদটীকায় “অনুপুষ্টিসমৃদ্ধ চাল (fortified rice)” এর সুপারিশ প্রদান করা।

১৩. ”প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের” বিষয়টি উল্লেখ না করা।

১৪. খেসারির ডাল উচ্চমাত্রায় গ্রহণে Toxicity হওয়ার ঝুঁকি থাকায় বলে পাদটীকায় খেসারির ডাল না দেয়া বিষয়ে সতর্কতাবাণী উল্লেখ করা।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

১. প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত খাদ্য প্যাকেজসমূহের দুর্যোগের সময় বিতরণের জন্য সুপারিশ করে কারিগরি কমিটির রিপোর্ট communication messages সহ চূড়ান্ত করত আগামী ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ডা. মো. খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)

পরিশিষ্ট ‘ক’ (অংশগ্রহণকারী কমিটি সদস্য/সংশ্লিষ্টদের তালিকা):

১. ডাঃ মো: খলিলুর রহমান, মহাপরিচালক, বিএনএনসি
২. ডাঃ এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, এনএনএস (কো-চেয়ার, নিউট্রিশন ক্লাস্টার)
৩. ডাঃ মোশারফ হোসেন দেওয়ান, পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
৪. ডাঃ মফিজুল ইসলাম বুলবুল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস
৩. জনাব মোঃ সামিউল নেওয়াজ, প্রোগ্রাম পলিসি অফিসার (পুষ্টি), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৪. জনাব তনিমা শারমিন, নিউট্রিশন অফিসার, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি
৫. জনাব পিয়ালি মুস্তাফি, প্রধান, নিউট্রিশন সেকশন, ইউনিসেফ
৬. জনাব আশফিয়া আজিম, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ
৭. জনাব মোহাম্মদ রনি, নিউট্রিশন ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর
৮. জনাব ফারিয়া শবনম, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
৯. জনাব ফারহানা শারমিন, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
১০. অধ্যাপক নাজমা শাহীন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. জনাব এ এফ এম ইকবাল কবীর, কনসালট্যান্ট, বিএনএনসি
১২. ডা. ললিতা ভট্টাচার্জি, সিনিয়র নিউট্রিশন এডভাইজার, এফএও
১৪. ডা. কামরুন্নাহার, প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, বারডেম
১৫. ডাঃ মহসিন আলী, ফ্রিল্যান্স কনসালট্যান্ট
১৬. জনাব খুরশীদ জাহান, ডাইরেক্টর, বিবিএফ